সংকলন ও সম্পাদনা
মুহিত হাসান

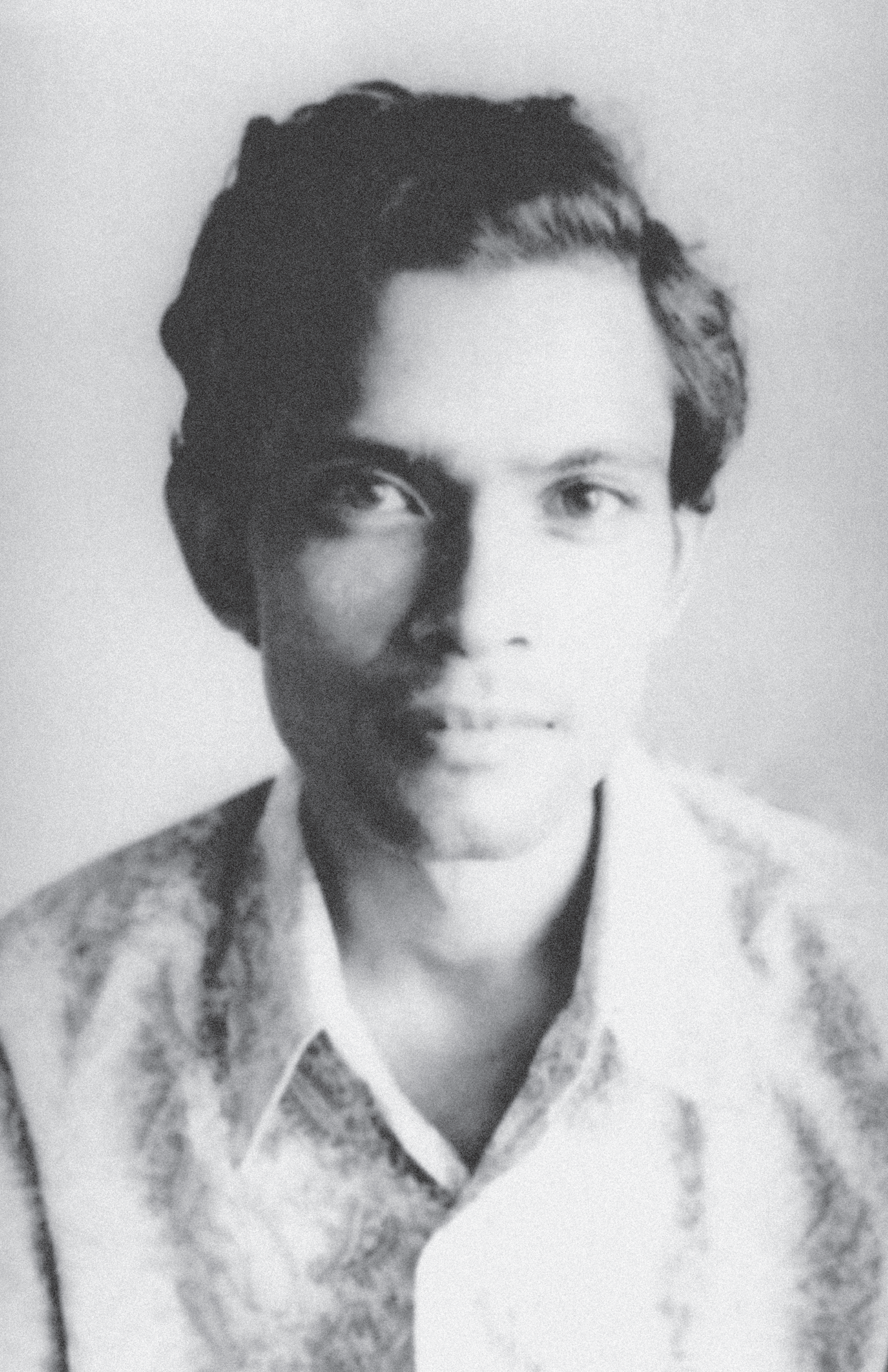

অগ্রন্থিত

আবুল হাসান

KOBI PROKASHANI

অগ্রন্থিত আবুল হাসান
সংকলন ও সম্পাদনা : মুহিত হাসান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
কবি পরিবার

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Agranthita Abul Hasan Compiled and Edited by Muhit Hasan Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: August 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99332-4-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ভূমিকা

সনৎকুমার সাহা

বাংলাদেশের কবিদের ভেতর আবুল হাসান যে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এর অন্যতম কারণ, তাঁর মানস-কর্ম-বাক্যে কবিতাকে ঈশ্বরীর মতো আরাধনা। তাঁর সুখ, তাঁর অসুখ—তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু—সবই ছিল কবিতায় সমর্পিত। স্বল্পায়ু জীবন, এবং এ সম্পর্কে সুতীব্র সচেতনতা তাঁর কবিতায় এমন এক সততা এনে দেয়, যা আমাদের সাহিত্যে নিতান্তই বিরল। সততা বলতে অবশ্য প্রচলিত অর্থে নৈতিকতার কথা এখানে ভাবছি না। কবিতায় সৎ হওয়া বলতে এই বুঝি যে বাস্তবতার নুড়ির আঘাতে চেতনায় যে ঢেউ জাগে, তারই পরিণামে বোধের জগতে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া, কবিতা সৃষ্টিতে সেইটিই তাঁর একমাত্র উৎস। বোধে যা সত্য নয়, বাইরে চটকদার হলেও তার কোনো মিশেল তিনি কবিতায় দেন না। অন্যদিকে যা অস্পষ্ট অধরা, অথচ বোধের পর্দায় যার চকিত আনাগোনা, তার পেছনে তাঁর প্রাণান্ত ছোটাছুটি। এইখানেই তাঁর সততা। এবং এখানে তাঁর আপস নেই কানাকড়িও। কবিতা কখনো কখনো আবছা থেকে গেছে। এটা চিনিয়ে দেয় তাঁর চারিত্র্যকেই। অন্যান্য মানুষের যেমন আরও নানা দিকে আকর্ষণ—অর্থ, প্রতিপত্তি, ধর্ম, সংসার ইত্যাদি—জীবনের ক্ষণত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তাঁকে এই সবকিছুকেই তুচ্ছ করতে শেখায় বলে মনে হয়। অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার রূপ-রস-ঘ্রাণ তাঁর চেতনা বিপুল তাড়ায় শুষে নিতে থাকে, কারণ অপেক্ষা করার মতো সময় তাঁর ছিল না। শিল্পের যা অন্যতম শর্ত, নিস্পৃহতা—তাঁর বিপন্ন অস্তিত্বই তাকে আপনা থেকে ডেকে নেয়। তাঁর দেখার চোখে ফলে পরিচ্ছন্নতা আসে। বোধের জগতে অবাঞ্ছিত উৎপাত তিনি অনায়াসেই এড়াতে পারেন। তাঁর কোনো কোনো সমসাময়িক কবিবন্ধু বলেছেন, তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে উদাসী বাউলের সমগোত্রীয়। তাঁর জীবনযাপনের ধরনে হয়তো তেমনটি মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর কবিস্বভাবে কোনো খেয়ালিপনা বা উদাসীন সহজিয়াভাব চোখে পড়ে না। অন্তত তাঁর কবিতায় তেমন কিছু ধরা পড়ে না। বরং উল্টোটাই সত্য। শিল্পের কাছে নিবেদিত এমন একনিষ্ঠ কবি সাম্প্রতিক বাংলায় দ্বিতীয়টি নেই।

আবুল হাসান কদাপি ভাবপ্রবণ নন। শব্দব্রহ্ম বলে দেহাত্মবাদের ধ্বজাও তিনি কখনো ওড়ান না। কেউ কেউ বলতে চান, তাঁর কাব্য মন্ময়তাকেন্দ্রিক—তা যথার্থ। তাই বলে কিন্তু মরমি কবি নন আবুল হাসান। অন্তত আমার তা মনে হয়নি। দৃশ্যমান

বাস্তবতার অভিঘাতেই তাঁর কবিতার জন্ম। কবিতা যদি পরমা হয়ে ওঠে, তবে তা বাস্তবতার ঊর্ধ্বে ওঠে বলে নয়, বরং কবির চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সত্যের একটা রূপ তাতে সঞ্চারিত হয় বলেই।

এই সংকলন, *অগ্রন্থিত আবুল হাসান*-এ সংকলন-সম্পাদক মুহিত হাসান কবির যে আশির অধিক অগ্রন্থিত কবিতা উদ্ধার করেছেন, সেই কবিতাগুলোও এর নিদর্শন বহন করে। বহু আগে, আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবুল হাসানের কবিতা নিয়ে লিখতে গিয়ে তাঁর সমকালীন আরেক কবি মন্তব্য করেছিলেন, 'সব বন্ধনের ভিতরে থেকেও আবুল হাসান বন্ধনোর্ধ্ব এক অতিপ্রাকৃত মুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।' পূর্বে গ্রন্থিত হওয়া আবুল হাসানের সমস্ত কবিতা তো বটেই, এমনকি বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুচ্ছও সাক্ষ্য দেবে—এ কথা সঠিক নয়। হয়তো কোনো কোনো কবিতার অমনোযোগী পাঠ তেমন ধারণার জন্ম দেয়। কিন্তু একটু যত্ন নিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, অমন সরলীকরণ কবিতার সত্য থেকেই আমাদের দূরে ঠেলে। আবুল হাসানের প্রত্যেকটি কবিতাই অনায়াসে বাস্তবতার গভীরে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। তার করুণা ও বিষাদময়তা দুই-ই আশ্রয় করে থাকে মর্ত্যলোকেরই মাধুর্য। এ বই থেকে পাওয়া, ১৯৬৭ সালের ১৪ আগস্ট দৈনিক *আজাদ*-এ প্রকাশিত একটি কবিতা, 'দেবতাপ্রতিম'-এর উদাহরণ দিই। আবুল হাসানের আর সব বৈশিষ্ট্য—চেতনার গভীর থেকে উৎসারিত মন্ত্রগাঢ় উচ্চারণ, রহস্যময়তা, বিনম্র বিপন্নতা—এ সবও কবিতাটিতে খুব ভালোভাবেই ধরা পড়ে। বাংলা কবিতার যেকোনো অনুরাগী পাঠকই এই অপূর্ব কবিতাটি পড়ে দেখতে পারেন :

দেবতাপ্রতিম এই প্রান্তর গহন সুদূরতা কারো
অদৃশ্য নীরবে এসে দেহের পুরোনো ভূঁয়ে তার
অশেষ বৃষ্টির ফোঁটা বিছায় সে অম্লান আঙুলে।
যেন কোনো সন্ন্যাসীর তপোময় হাত তাই ক্রমশ
উজ্জ্বল বিস্তারে প্রসারিত করে তার হৃদয় অভ্যাস কোনো
শেষ রাতে, সূর্যোদয়ের আগে, নিঃসঙ্গ ভুবনে।...

চেতনার পেছনের নরম পলির মতো স্বপ্নের করুণায় আর
বাতাসে কাঁপে শূন্যতায় যে কয়দিনের প্রার্থনা
দিনপঞ্জি গড়ে যায়, গড়ে যায় প্রসিদ্ধ কথক, যাতে
ভীষণ গেরুয়া কেউ অগোচরে
যায় পেছনে ফেরার কোন আশ,
তাই বেলা করে একদিন একটি নিবিড় পাখি
উড়ে যায় প্রবাহিত সীমার অন্তিমে।

কবিতাটি সব মিলিয়ে মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। কিন্তু এটা প্রকৃতি থেকে অতিপ্রাকৃতে উধাও হবার কবিতা নয়। বরং 'মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়', এ যেন তারই উদাহরণ। 'প্রার্থনা', 'গহন সুদূরতা', 'সন্ন্যাসীর তপোময় হাত', 'ভীষণ গেরুয়া কেউ',

'নিঃসঙ্গ ভুবন' ইত্যাদি শব্দ ও শব্দবন্ধ থেকে অতিপ্রাকৃত মুক্তির তৃষ্ণা কবিতাটির শরীরে জড়িয়ে আছে, এমন ধারণা অনেকের হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, বাস্তবতার সত্যকে তীব্র আকুতিতে প্রকাশ করার জন্যই একটি দ্বান্দ্বিকতার ভাবমূর্তি রচনায় কবি তাদের অতি তাৎপর্যময় করে ব্যবহার করেছেন। বৈপরীত্যের এমন ব্যবহার কবিতায় নতুন নয়। তবে এ কবিতায় যা নতুন তা তার ভাব-কল্পনা, তার নিজস্ব বাক-প্রতিমা। তাছাড়া মহৎ কবিতার যা বড় লক্ষণ, বাচ্যার্থকে ছড়িয়ে যায় তার ব্যঞ্জনা, বাক্য ধারণ করে অব্যক্তকে, ইঙ্গিতে মেলে ধরে অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বিপুল বিস্তার—এ কবিতায় তা পাওয়া যায় পুরো মাত্রায়—আর কী অসামান্য সার্থকতায়। কবি যখন বলেন, 'চেতনার পেছনের নরম পলির মতো স্বপ্নের করুণায় আর/বাতাসে কাঁপে শূন্যতায় যে কয়দিনের প্রার্থনা/দিনপঞ্জি গড়ে যায়, গড়ে যায় প্রসিদ্ধ কথক, যাতে/ভীষণ গেরুয়া কেউ অগোচরে/যায় পেছনে ফেরার কোন আশ,/তাই বেলা করে একদিন একটি নিবিড় পাখি/উড়ে যায় প্রবাহিত সীমার অন্তিমে'—তখন শুধু এই কথাটুকুর চিত্ররূপই নয়, তার পেছনে ঐতিহাসিক ধারায় আমাদের সার্বিক অস্তিত্বের উথালপাথাল অভিজ্ঞতার রাশি রাশি ছবি আমাদের চেতনার পর্দায় এসে ভিড় করে। কবিতা আত্মগত হয়েও আমাদের সবাইকে তার অনুভবের কেন্দ্রভূমিতে টেনে নেয়। নিজের নিজের চেতনাতে আমরা পুনরুজ্জীবিত হই।

এমন অসাধারণ কবিতা এ সংকলনে আরও অনেক আছে।

আবুল হাসানের যে অগ্রন্থিত কবিতাগুলো এ সংকলনে নিরলস পরিশ্রমে মুহিত হাসান একত্র করেছেন—তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কবিতাটি প্রকাশ পায় ১৯৬৫ সালের ২৭ জুন—আবুল হাসান তখন পরিবারপ্রদত্ত সাবেকী 'আবুল হোসেন' নামেই কবিতা লিখতেন। আর কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত কবিতার নিরিখে সর্বসাম্প্রতিক কবিতাটির প্রকাশ ১৯৭৫ সালের ৫ অক্টোবর, কবির মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক আগে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫, বাংলাদেশের ইতিহাসের এক স্পর্শকাতর টালমাটাল সময়পর্বে আবুল হাসান তাঁর কবিতার গোলা ক্রমে ক্রমে ভরে তুলছিলেন। কিন্তু সময়কে, তার উত্তেজনা ও কোলাহলকে সরাসরি নিজের কাব্যভাষায় তিনি উগড়ে দেননি। চেতনায় চোলাই করে তাদের বিষ ও অমৃত তিনি বোধের পাত্রে ধারণ করেন। পরে তাদের শরীরী প্রতিমা রচনা করেন তাঁর কাব্যভাষায়। ভাষা একমাত্র বোধেরই অনুসারী। আর কোনো কিছুকেই আবুল হাসান মাথা গলাতে দেন না। ফলে সময়ের ছাপ কবিতায় যা ধরা পড়ে, তা একান্তভাবে তাঁর মনের ওপর যে দাগ কাটে তারই পরিশ্রুত পরিণাম। আদৌ তা নির্বিশেষ নয়। কিন্তু বৈশেষিকেও অনেক সময় আমাদের অনুভবের সায় মেলে। আমরা কবির সঙ্গে একাত্মবোধ করি। একজন সত্যিকারের কবি তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্যআশ্রিত আবহে থেকেই কবিতা রচনা করেন। তিনি তাকে পুষ্ট করেন, কিন্তু তা থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। এই কথার সত্যতা আবুল হাসানে পুরোপুরি মেলে। জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রাহমান এবং কখনো কখনো সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারা বহন করেও তিনি প্রবলভাবে তাঁর নিজস্বতার ছাপ বাংলা কবিতায় রেখে গেছেন। তাঁকে অস্বীকার করা যাবে না কোনোমতেই।

এ সংকলনে থাকা আবুল হাসানের বেশির ভাগ কবিতাই কবির আত্মগত উপলব্ধির শিল্পিত প্রকাশ। তাঁর কবিতা চিত্রকল্পময়, তা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু চিত্রকল্পের মোহে তিনি কখনো বাড়াবাড়ি করেননি। শিল্পের শর্ত এবং সত্য তিনি কোনো মুহূর্তে লঙ্ঘন করেন না। তাঁর কবিতার অভিনবত্ব ও শিল্পসুষমা তাই আমাদের চমৎকৃত করে। কখনো কখনো অভিভূত হই। বিশ্বের যেকোনো শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে এরা জায়গা করে নিতে পারে।

কবিতা ছাড়াও আবুল হাসানের কিছু অগ্রন্থিত গদ্যরচনা এবং গল্প এ সংকলনে রয়েছে। অবশ্য গল্পকার হিসেবে পোক্ত হয়ে উঠবার সময় তিনি পাননি। অপরদিকে, ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক—দুরকমের গদ্যরচনাতেই তাঁর পরিপক্ব মননের ছাপ মেলে। উত্তম গদ্যের বড় দুই গুণ—সুখপাঠ্যতা ও স্পষ্টভাষিতাও দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর অকালপ্রয়াণে একজন বড় কবির পাশাপাশি সম্ভবত একজন মেধাবী গদ্যলেখককেও আমরা হারিয়েছি।

অগ্রন্থিত আবুল হাসান আমার দারুণ ভালো লেগেছে। অনেক অসামান্য কবিতা এতে আছে। একসঙ্গে পড়তে পাওয়াটা বিশেষ আনন্দের। অতিরিক্ত প্রাপ্তি, আবুল হাসানের আড়ালে থাকা গদ্যসমুদয়। সংকলক-সম্পাদক মুহিত হাসানের ভালোবাসার ফসল এ বই—'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' শ্রমের যথাযোগ্য মূল্য ও মর্যাদা যেন তিনি পান, সেই প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে করি।

৩০.৭.২০২৫

প্রবেশক

এক জীবনে আবুল হাসান (৪ আগস্ট ১৯৪৭-২৬ নভেম্বর ১৯৭৫) তাঁর ক্ষীণ আয়ুষ্কালের তুলনায় কবিতা লিখেছেন বিস্তর, এমনকি লিখেছেন কিছু গদ্য ও গল্পও। জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ—*রাজা যায় রাজা আসে* (খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ডিসেম্বর ১৯৭২), *যে তুমি হরণ করো* (প্রগতি প্রকাশন, এপ্রিল ১৯৭৪) ও *পৃথক পালঙ্ক* (সন্ধানী প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৭৫)—এই ত্রয়ী পুস্তকে প্রাপ্ত কবিতাবলির বাইরেও যে তাঁর বিপুল পরিমাণ কবিতা রয়ে গেছে এ তথ্যের নিদর্শন প্রথম সংগঠিত আকারে মেলে *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (নওরোজ সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর ১৯৮৫) সংকলনে। যৌথভাবে মুহম্মদ নূরুল হুদা, ফখরুল ইসলাম রচি ও জাফর ওয়াজেদের সম্পাদিত ওই সংকলনটিতে পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থ তিনটির প্রায় সমপরিমাণ কবিতার দেখা মেলে। এরপর ক্রমে ক্রমে বই আকারে প্রকাশ পায় বিটিভির জন্য লেখা কাব্যনাট্য *ওরা কয়েকজন* (নওরোজ সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ১৯৮৮) ও নয়টি ছোট-বড় অগ্রন্থিত গল্প নিয়ে *গল্প সংগ্রহ* (দেশ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০)। বহু পরে, বন্ধু শেহাবউদ্দিন আহমদের কাছে গচ্ছিত অতি তরুণ বয়সে লেখা কিছু অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে তৈরি পাণ্ডুলিপি *মেঘের আকাশ আলোর সূর্য* (পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০) সামনে আসে আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায়। দীর্ঘদিন ধরে কবির আরেক বন্ধু ফজলুর রহমানের জিম্মায় থাকা শিরোনামহীন আরেকটি কাব্যপাণ্ডুলিপি বইয়ের আকার পায় *আবুল হাসানের অপ্রকাশিত কবিতা* (বিভাস, ফেব্রুয়ারি ২০১৪) শিরোনামে, এ বইয়ে সম্পাদক হিসেবে কারও নাম না থাকলেও ছিল প্রেক্ষাপট-সংবলিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাক-কথন—লিখেছিলেন যথাক্রমে মহাদেব সাহা ও সোহরাব হাসান। আবুল হাসানের কতক দুর্লভ প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কলামের সংকলন *আপন ছায়া* (ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০২৪) এই তালিকার সর্বশেষ সংযোজন।

১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে একটি খণ্ডে *আবুল হাসান রচনা সমগ্র* বেরিয়েছিল ঢাকার বিদ্যাপ্রকাশ থেকে; এতে ছিল কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ এবং *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা*, *ওরা কয়েকজন* ও *গল্প সংগ্রহ*। ২০২৪-এর অমর একুশে বইমেলায় আরেক প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য থেকে চার খণ্ডে প্রকাশ পায় *আবুল হাসান রচনাবলি*। এতে ১৯৯৩-এর রচনাসমগ্রে থাকা তাবৎ রচনাই রয়েছে; সঙ্গে যোগ হয়েছে পূর্বোক্ত দুই কাব্যসংকলন *মেঘের আকাশ আলোর সূর্য* ও *আবুল*

হাসানের অপ্রকাশিত কবিতা (এই গ্রন্থদ্বয়ের কবিতাগুলো শুধু রচনাবলিতে আছে, নেই গুরুত্বপূর্ণ মুখবন্ধগুলো; ফলে পাঠকেরা নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হয়েছেন), গদ্যসংকলন *আপন ছায়া*, অগ্রন্থিত নাটক *পরিস্থিতি* (কবির জীবদ্দশায় প্রকাশ না পাওয়া এই নাটকটি প্রথম জনসম্মুখে আসে ১৯৯৯ সালের মার্চে, খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত *একবিংশ* পত্রিকার ১৯তম সংখ্যায়), ১টি স্মৃতিকথামূলক গদ্য, কিছু চিঠিপত্র, ১টি সাক্ষাৎকার, কবিতার ইংরেজি অনুবাদ (আবুল হাসানের নিজের ভাষান্তরে নয়, মাসুদ মাহমুদ ও তপনজ্যোতি বড়ুয়ার অনুবাদে; সেক্ষেত্রে এগুলো কবির রচনাবলির অংশ হলো কোন যুক্তিতে, সেই প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবীভাবে সামনে আসে) এবং নতুন করে পাওয়া অগ্রন্থিত ৮টি কবিতা আর অগ্রন্থিত ১টি গল্প। বিব্রতকর বিষয় এই, এই দুই ভিন্ন ভিন্ন 'কালেক্টেড ওয়ার্কস' জাতীয় সংকলনেই সম্পাদক হিসেবে কারও নাম টাইটেল পেজ বা অন্যত্র গরহাজির। সোজা বাংলায়, সম্পাদক নিরুদ্দেশ। উনিশশ তিরানব্বইয়ের অখণ্ড রচনাসমগ্রে শামসুর রাহমানের দুই পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা মেলে, আর দুই হাজার চব্বিশের চার খণ্ডের রচনাবলির প্রত্যেক বালামের গোড়ায় 'সম্পাদনা পর্ষদের তরফে' একখানা অস্বাক্ষরিত আড়াই পৃষ্ঠার দায়সারা কৈফিয়তের পুনরাবৃত্তি শুধু। এটাও না হয় মেনে নেওয়া যেত—কিন্তু দুই সময়ের দুই সংকলনেই ছাপার ভুলের ছড়াছড়ি, দুটিতেই অযত্নের অমোচনীয় ছাপ। তিরানব্বইয়ের রচনাসমগ্র পড়তে গেলে প্রতিটি পাতায় মুদ্রণপ্রমাদের মহামারি দেখে রীতিমতো মনোকষ্ট জাগে। এর একত্রিশ বছর পর বাজারে আসা চব্বিশের রচনাবলিতে নেই বিশদ সূচিপত্র, নির্দিষ্ট কোনো কবিতা খুঁজতে গেলে বহুক্ষণ হিমশিম খেতে হয়। উপরন্তু সেখানে নির্মমভাবে আবুল হাসানের নিজস্ব বানানরীতিকে বলি দিয়েছে তথাকথিত প্রমিতকরণের দুর্বিনীত খাঁড়া; যার আঘাত থেকে খোদ কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তিনটিও রক্ষা পায়নি। এসব কি নিছক অবহেলা? আর সম্পাদকের নাম উহ্য রাখাটা কি আদতে অতি চালাকের দায় এড়ানোর চেষ্টা? প্রকাশনা সংস্থা ভিন্ন, কিন্তু প্রবণতা অভিন্ন। দুঃখের বিষয়, সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও ভুলেভরা 'অতীত হয় নূতন পুনরায়'! এহেন প্রবণতা যেকোনো বিচারেই অস্বাস্থ্যকর, বর্জনীয়।

কিন্তু আবুল হাসানের রচনাবলির সাম্প্রতিকতম সংস্করণটির বাইরেও রয়ে গেছে তাঁর বহু রচনা। আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, দীর্ঘায়ু না পেলেও তিনি লিখেছিলেন প্রচুর; লিখতেনও নিয়মিত। এর সাক্ষ্য মেলে তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যবন্ধু হুমায়ুন আজাদের 'জর্নাল' শীর্ষক কলামের একটি কিস্তির (ওই কলামটি যখন প্রকাশ পায়, তখনও আবুল হাসানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেতে পুরো সাড়ে তিন বছর দেরি) অন্তর্গত মন্তব্যে : 'দুটি রক্তাক্ত চোখের আবুল হাসান ইতিমধ্যে প্রচুর কবিতা লিখেছেন। তাঁর বড় গুণ, এক নিঃশ্বাসে তিনি দু'তিনটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করতে পারেন।' (দৈনিক *ইত্তেফাক*, 'সাহিত্য সাময়িকী', ১৮ মে ১৯৬৯) অগ্রজ সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্মৃতিকথা *ভালোবাসার সাম্পান*-এও পাই অনুরূপ ভাষ্য : 'কবিতা ছিল হাসানের প্রতিমুহূর্তের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো।' (মাওলা ব্রাদার্স,

ফেব্রুয়ারি ২০০২) একইরকম মন্তব্য আরেক অগ্রজ আবদুল মান্নান সৈয়দের, '[আবুল হাসান] কবিতা লিখত নির্ঝরের মতন।' ('সে নিজেই ছিল এক মায়াহরিণ'; বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২০ : জুন ২০১৬, *শালুক*) হাসানের কবিতার মুগ্ধ পাঠক কথাসাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত জানান, 'ক্লাসের নোটবই সে ভরাতো কি না শিক্ষকদের কথা শুনে, জানি না। কিন্তু নানা চেহারার সাদা কাগজে অজস্র কবিতা রচনা করত প্রতিদিনই।' ('আবুল হাসান : তাঁর প্রথম কবিতা'; পূর্বোক্ত সংখ্যা, *শালুক*) আবুল হাসানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিশিষ্ট গ্রন্থ-সম্পাদক ও লেখক বদিউদ্দিন নাজির সম্প্রতি এক আলাপে বর্তমান সম্পাদককে বলেন, 'কেউ কবিতা চেয়ে আবুল হাসানের কাছে বিফল হয়েছে কি না সন্দেহ। আমি ১৯৭২ সালে পাড়ার একুশের সংকলনের জন্য কবিতা চাইলে সে আমাকে বসিয়ে রেখে সুন্দর ও যথেষ্ট বড় একটা কবিতা সঙ্গে সঙ্গে লিখে দেয়।...'

আমাদের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে আবুল হাসানের বেশ কিছু অগ্রন্থিত কবিতা এবং কতক গদ্যরচনা ও ছোটগল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য রচনাগুলো একত্র করে নির্মিত হলো বর্তমান সংকলন, *অগ্রন্থিত আবুল হাসান*।

২.

বিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবুল হাসান নিয়মিতভাবে কবিতা লিখে গেছেন। দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সাহিত্য আয়োজন কি বিশেষ সংখ্যা থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক পত্রিকা, একুশের সংকলন, বিভিন্ন ছোটকাগজ কিংবা স্মরণিকা—সর্বত্র তাঁর কবিতার দেখা সে সময়ে মিলত। আমরা তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সন্ধান পেয়েছি *ইত্তেফাক*, দৈনিক *বাংলা* (পাকিস্তানি জামানার দৈনিক *পাকিস্তান*), *সংবাদ*, *আজাদ*, *পূর্বদেশ*, *জনপদ* ও *বাংলার বাণী*—এই কয়টি দৈনিক কাগজে। সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*তেও তাঁর কবিতা ছাপা হতো। প্রাতিষ্ঠানিক সাময়িকপত্রের মধ্যে বাংলা একাডেমির *উত্তরাধিকার* ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের *বই*-এ হাসান কবিতা লিখেছেন, তবে অনিয়মিতভাবে। আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবদুস সেলিম সম্পাদিত *শিল্পকলা*, হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত *কালবেলা*, আহমদ ছফা সম্পাদিত *স্বদেশ*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *পূর্বলেখ*, বুলবুল চৌধুরী ও দেলোয়ার মোরশেদ সম্পাদিত *সবাক*, আনওয়ার আহমদ সম্পাদিত *কিছুধ্বনি*, মাহমুদ আবু সাঈদ সম্পাদিত *পাণ্ডুলিপি*, অমিতকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত *টেরোড্যাকটিল*—ষাট-সত্তরের এমন সব উজ্জ্বল ছোটকাগজে হাসানের বহু কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল। পূর্বোক্ত ছোটকাগজগুলোতে প্রকাশিত তাঁর কিছু কবিতা মিলবে এখানে। ১৯৭০-এর ফেব্রুয়ারির একুশের সংকলন *আহুতি*তে তাঁর একটি কবিতা পড়ে খোদ শক্তি চট্টোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়েছিলেন; তখনও অবধি কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ না পাওয়া হাসানের কবিতাটি পরে শক্তি নিজের সম্পাদিত বই *একুশের রক্তে* (নবজাতক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১) অন্তর্ভুক্ত করেন—অদ্যাবধি অগ্রন্থিত সেই

কবিতাটিও রয়েছে এখানে। হাসানের লেখা একটি (সম্ভবত একমাত্র) কিশোর-কবিতাও আমরা পেয়েছি। মোটমাট ৮৪টি অগ্রন্থিত কবিতা এ বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ব্যক্তিগত কড়চা অথবা উপসম্পাদকীয়—নানা ধরনের গদ্য আবুল হাসান নিয়মিতভাবে মূলত লিখেছেন দৈনিক পত্রিকায়, ১৯৭২-১৯৭৪ সময়পর্বে। এই সংকলনে থাকছে তাঁর ৮টি অগ্রন্থিত গদ্য। দৈনিক *জনপদ*-এর জন্য লেখা তিনটি উপসম্পাদকীয়, *গণকণ্ঠ*-এ প্রকাশিত একটি রাজনৈতিক কলাম ও একটি ব্যক্তিগত গদ্য, দৈনিক *বাংলায়* প্রকাশিত একটি পাঁচমিশালি ব্যক্তিগত রচনা ও কবি ডব্লিউ এইচ অডেনের মৃত্যুর পর লেখা বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ, সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* ছাপা হওয়া নিহত কবিবন্ধু হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুত্তর শোকগ্রস্ত স্মৃতিলিখন—এই হলো আটখানা গদ্যের বিষয়বস্তুর বিবরণ।

হাসান গল্প লিখেছেন ষাট দশকের শেষ থেকে ১৯৭৪ অবধি; ছাপতে দিয়েছেন সর্বপ্রকারের মুদ্রিত মাধ্যমে, কবিতার মতোই। তাঁর ৪টি অগ্রন্থিত গল্প আমরা খুঁজে পেয়েছি। এই চারটি গল্পের মধ্যে দুটি ছাপা হয় ১৯৭০ সালে, যথাক্রমে কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন *ছোটগল্প* ও তদানীন্তন দৈনিক *পাকিস্তান*-এর সাহিত্য আয়োজনে। একাত্তরের জানুয়ারিতে একটি গল্প প্রকাশ পায় *ইত্তেফাক*-এর সাহিত্যপাতায়। সর্বশেষ গল্পটির প্রকাশকাল ১৯৭৪, বেরিয়েছিল *বাংলার বাণী*র 'রবিবাসরীয়' ট্যাবলয়েডে।

এ ছাড়া, বিবিধ অংশে আছে আলাদা আলাদা প্রকরণের ২টি রচনা। প্রথমটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে দৈনিক *পাকিস্তান*-এর 'রোববারের সাহিত্য' পাতায় 'পত্রপত্রিকা' কলামে প্রকাশ পাওয়া, কায়সুল হক সম্পাদিত দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র *কালান্তর*-এর একটি সংখ্যা নিয়ে লেখা অতি ক্ষুদ্র আলোচনা। অবশ্য একে ফরমায়েশি চকিত পরিচয়লেখ বলাই ভালো। রচনার অর্ধেকাংশ জুড়ে কেবলই উদ্ধৃতি, আলোচকের নিজস্ব মন্তব্য বিরল। তবু এখন অবধি প্রাপ্ত আবুল হাসানের গদ্যের আদিতম নিদর্শন হিসেবে এই আলোচনাটি বইতে নিতে হয়েছে। এ অংশের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ রচনা জার্মান শিল্পীবন্ধু রাইনহার্ট হেভিকের সঙ্গে মিলে লেখা একটি যৌথকবিতার অনুবাদিত ভাষ্য। ১৯৭৪-এর নভেম্বরে হাসান যখন জার্মানির বার্লিন শহরে উন্নত চিকিৎসার জন্য যান, তখন সেখানে তাঁর সঙ্গে রাইনহার্টের পরিচয় হয়। ওই বছরের ডিসেম্বরে তাঁরা দুজনে মিলে কবিতাটি লেখেন। এটি মূলে লেখা হয়েছিল যুগপৎ জার্মান ও ইংরেজিতে, বঙ্গানুবাদ করেছেন মোশতাক আহমদ।

৩.

অগ্রন্থিত আবুল হাসান সংকলনের নির্মাণপ্রক্রিয়ার ইতিবৃত্ত ও কিছু সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে এখন লিখছি। ইতোমধ্যেই জানিয়েছি, মোট চার পর্বে বিভক্ত এ বই—কবিতা, গদ্য, গল্প ও বিবিধ। প্রত্যেকটি পর্বে অন্তর্ভুক্ত রচনাসমূহ

সাজানো হয়েছে প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী। সব রচনারই প্রথম প্রকাশের তারিখ ও প্রকাশস্থলের ঠিকুজি-কুলজি লেখার শেষে উল্লিখিত হয়েছে। নানান সীমাবদ্ধতা ও নথিপত্রের অপ্রাপ্যতাহেতু কয়েকটি রচনার প্রকাশতথ্য পরিপূর্ণ আকারে দেওয়া যায়নি।

বলে রাখা ভালো, চব্বিশের রচনাবলিতে লভ্য 'নতুন করে পাওয়া' ৮টি অগ্রন্থিত কবিতা ('তোমার ছায়ায়', 'প্রতীক্ষা তোমার', 'যথাযথ মানুষ', 'দাগ', 'দুঃখের ভাঙন', 'নিঃসঙ্গ ভাষণ', 'ক্ষণিক' ও 'অন্ধ অনুরোধ'), ১টি গদ্য ('এক কলেজের ছাত্র ছিলাম আমি আর হুমায়ুন কবির') ও ১টি গল্প ('বাপ') বর্তমান সংকলনেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে— কিন্তু অকারণে নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে যৌক্তিক প্রয়োজন। বলা যায়, এই 'পুনরাবৃত্তি' হলো পরিস্থিতিজনিত দরকারি পদক্ষেপ। কেন, সেই ব্যাখ্যা এবার বিশদে দিচ্ছি। ওই চার খণ্ডের রচনাবলিতে ছাপা হওয়ার আগে 'তোমার ছায়ায়', 'প্রতীক্ষা তোমার', 'যথাযথ মানুষ' ও 'দাগ' শীর্ষক কবিতা চারটি এবং 'বাপ' গল্পটি 'অগ্রন্থিত রচনা' হিসেবে প্রকাশ পায় দৈনিক *প্রথম আলো*র সাহিত্যপাতায়। 'এক কলেজের ছাত্র ছিলাম আমি আর হুমায়ুন কবির' প্রকাশ পায় আরেক দৈনিক *প্রতিদিনের বাংলাদেশ*-এ। উপর্যুক্ত দুই দৈনিকের সাহিত্যপাতার পরিচালকেরা রচনাগুলো প্রভূত পরিশ্রমে সংগ্রহ করে ('...আমি আর হুমায়ুন কবির' গদ্যটি অবশ্য বর্তমান সম্পাদকের সংগ্রহ থেকে নিয়ে ছাপে *প্রতিদিনের বাংলাদেশ*, মূল লেখার প্রতিলিপি থেকে কম্পোজ তারাই করেছিল, কিন্তু নিট ফলাফল ছিল মুদ্রণপ্রমাদে আকীর্ণ) নিজেদের সাহিত্য আয়োজনে ছেপেছেন ঠিকই, কিন্তু নিদারুণ অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন পাঠোদ্ধারের বেলায়। দু-একটি উদাহরণ দিই। 'তোমার ছায়ায়' কবিতার 'মেঘের ভিতর রেললাইনের নগ্ন পরিসর' পঙ্‌ক্তিটি ওই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে 'মেঘের ভিতর রেললাইনের নীল অন্ধকার', আবার 'প্রতীক্ষা তোমার'-এর 'জীবনকাঁটার কষ সারা গায়ে মেখে' পত্রিকার পাতায় হয়ে গেছে 'জীবনকাঁটার কষ্ট সারা গায়ে মেখে'। 'বাপ' গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদের 'পিতৃসন্ধানের আকুলতা' হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'পিতৃত্বদানের আকুলতা'! এমন অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টান্ত আরও আছে। চারভাগা রচনাবলির দুর্ভাগা নির্মাতারা কোনোরকমের যাচাই-বাছাই করেননি, পৌঁছাতে চাননি আদি সূত্রের নিকটে, শেষমেশ তাই অশুদ্ধ পাঠকেই পরম ভেবে গ্রহণ করে বসেছেন। এছাড়া 'দুঃখের ভাঙন', 'নিঃসঙ্গ ভাষণ' ও 'ক্ষণিক' এই তিনটি কবিতার প্রথম প্রকাশের স্থান-কাল হিসেবে যে পত্রিকার নাম ছাপা হয়েছে তা সঠিক নয়। আর, 'অন্ধ অনুরোধ' কবিতাটির প্রকাশসূত্র অনুপস্থিত। তাই মূল সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে উপরোক্ত ১০টি রচনার যথাযথ পাঠ এই সংকলনে নতুনভাবে ছাপানো হলো।

আবুল হাসানের নিজস্ব বানানরীতি বা বানানভঙ্গিমার কথা সচেতন পাঠকমাত্রেই জানেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশের সময় সেখানকার সম্পাদক বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ওই বানানরীতিকে কখনো আমলে নিয়েছেন, কখনো বা নেননি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর এক রচনার ভেতরে একাধিক বানানরীতি নজরে আসে।

আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করিনি। হাসানের বানানরুচি যতটা সম্ভব অনুসরণের চেষ্টা করেছি। ফলে এ সংকলনে বানানের সমতা নেই, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে নিখাদ ভুল বানান ও সুস্পষ্ট মুদ্রণপ্রমাদ আবশ্যিকভাবেই সংশোধিত হয়েছে।

এই সংকলনের সিংহভাগ রচনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে। এর কর্মকর্তা ও পাঠকক্ষের কর্মীদের সাহায্য ছাড়া পুরনো দৈনিক আর সাময়িকীর পাতা ঘেঁটে আবুল হাসানের অগ্রন্থিত রচনা সংগ্রহ করাটা মোটেও সহজ হতো না। আবুল হাসানকে ঘিরে যাঁর সাধনা, সেই কবি-কথাকার ও হাসানের সংবেদী জীবনাখ্যান *ঝিনুক নীরবে সহো*র (বাতিঘর, জুলাই ২০২১) রচয়িতা মোশতাক আহমদ এই সংকলনের নির্মাণপর্বে নানাবিধ মাধ্যমে আমাদের সহায় হয়েছেন; নিজের সংগ্রহ থেকে হাসানের অগ্রন্থিত রচনা সরবরাহ, অটোগ্রাফ-ফটোগ্রাফের জোগান দেওয়া থেকে শুরু করে পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষণ—সর্বত্রই তিনি। *ছোটগল্প* পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটি পেয়েছি কথাসাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক প্রশান্ত মৃধার কাছ থেকে। একটি অগ্রন্থিত কবিতা সংগ্রহ করে দিয়েছেন কবি পিয়াস মজিদ।

আবুল হাসানের আরও কিছু কবিতা কিংবা অপরাপর রচনা আমাদের সংগ্রহের বাইরে থেকে গেছে নিশ্চিতভাবে। একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত লেখকজীবনের নিরিখে তাঁর রচনার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষেই বিপুল—অপরদিকে তেমনি আমাদের সামর্থ্য সীমিত। ফলে একাধিক লেখার হদিস না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সাহিত্যজগতের মনোযোগী গবেষক ও হাসানের ভক্ত-পাঠকদের সহায়তা এক্ষেত্রে আমাদের কাম্য। ভবিষ্যতে বর্তমান সংকলক-সম্পাদকের নাগালের বাইরে থেকে যাওয়া এক বা একাধিক রচনা হাতে পেলে তা যোগ করা হবে সংকলনের পরবর্তী সংস্করণে।

মুহিত হাসান
৩০ জুন ২০২৫
রাজশাহী

সূচিপত্র

কবিতা

সমীফল ২১
শুধু কান্না ২২
অন্যতর ইচ্ছেগুলো ২৩
উপমাবিশ্রুত দেশ ২৫
দেবতাপ্রতিম ২৭
স্মৃতি; আয়নায় ২৮
সাধু হে আনন্দ পেতে দাও ২৯
নীলিমাকে নিয়ে কাড়ে অসীম সূর্যকে ৩০
আমার হৃদয়ে, আশেপাশে ৩২
সম্প্রতি ৩৩
প্রস্তাব; রাজিয়াকে ৩৫
ভয় ৩৬
তোমার ছায়ায় ৩৭
কিছুক্ষণ আত্মহত্যা ৩৮
তোমার সংবাদ চাই, দাও ৩৯
প্রতীক্ষা তোমার ৪১
স্মৃতির সঙ্কট ৪২
আমি যেখানেই যাই ৪৩
যথাযথ মানুষ ৪৪
অর্ধভুক্ত আপেল এড়িয়ে ৪৫
শিল্পানুরোধ ৪৬
পবিত্র মৃত্যু ৪৭
তোমার পালকপুত্র পারাবত ৪৮
আজ রানী আসবেন ৪৯
আত্মীয়ের প্রতি ৫০
অনুল্লেখ্য ৫১
শোক দীর্ঘায়িত হলে ৫২

দাগ ৫৩
আজকাল ৫৪
যেমন রবীন্দ্রনাথ ৫৬
অন্তর্গত নজরুল ৫৭
সেইদিন ৫৮
যে মুহূর্তে গ্রহণ কোরতে গেছি ৫৯
কুয়াশায় ৬০
গোলাপের বদলে ৬১
এবার শীতে ৬২
সমস্ত বিকেলবেলা ধরে ৬৩
অসমর্থ ক্ষোভ ৬৪
রাজা অশোকের আমলে সেইসব স্নিগ্ধ নয়নার দুঃখ ৬৫
বেওয়ারিশ চাঁদ ৬৬
একলা বাতাস ৬৭
আমার সময়ে ৬৮
একজন নির্বিকার নাগরিক বলছে ৬৯
চালের ভিতর ৭১
মৃত্যু হলো পরম জীবন ৭২
আচ্ছাদিত শরীর ৭৩
কী কোরে তাদের চিনবো ৭৪
মানবিক শুভতাই হচ্ছে এখন ঈশ্বর ৭৫
আমার হীনমন্যতা ৭৬
দুঃখের ভাঙন ৭৭
নিঃসঙ্গ ভাষণ ৭৮
ক্ষণিক ৭৯
রাজা ৮০
ইউটোপিয়া ৮১
আহত উদ্যান ৮২
আমার স্পর্শ পেলে তবে সব থামে ৮৩
বলে যদি আমাকে বলুক ৮৪
কেমন খুকু ৮৫
আমি তো আমার কাজ সম্পন্ন করেছি ৮৬
ওঙ্কার ৮৭
মুক্তি দেওয়া খুবই কঠিন ৮৮
আমি ৮৯